কুষ্টিয়ায় সাংবাদিকের ওপর হামলার ঘটনায় মামলা দায়ের

কুষ্টিয়ায় আদালত চত্বরে আমার দেশ পত্রিকার সম্পাদক মাহমুদুর রহমানের ওপর হামলার ছয় বছর পর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে প্রধান আসামি করে কুষ্টিয়া মডেল থানায় মামলা দায়ের হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (১০ অক্টোবর) দুপুরে মাহমুদুর রহমান বাদী হয়ে কুষ্টিয়া মডেল থানায় মামলাটি দায়ের করেন।

মামলার প্রধান আসামি শেখ হাসিনা ছাড়াও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ, জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু, সাবেক আইজিপি জাবেদ পাটোয়ারী, কুষ্টিয়ার তৎকালীন পুলিশ সুপার মেহেদী হাসানসহ এজাহারনামীয় ৪৭ জনসহ অজ্ঞাত আরও বেশ কয়েকজনকে আসামি করা হয়েছে।

এ বিষয়ে কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহফুজুর হক চৌধুরী বলেন, বিষয়টি তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এ সময় সাংবাদিকদের উদ্দেশে আমার দেশ পত্রিকার সম্পাদক মাহমুদুর রহমান বলেন, ২০১৮ সালের ২২ জুলাই আমার ওপর যে হামলার ঘটনা ঘটেছিল ওই ঘটনায় শেখ হাসিনাকে প্রধান আসামি করে কুষ্টিয়া মডেল থানায় মামলা দায়ের করেছি। আশা করব ইন্টারপোলের মাধ্যমে শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে আনা হোক।

এর আগে ২০১৮ সালের ২২ জুলাই বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে কুষ্টিয়ায় আদালত থেকে মানহানির মামলায় জামিন নিয়ে বের হওয়ার সময় মাহমুদুর রহমানের ওপর হামলা করা হয়। আদালত প্রাঙ্গণ ছাড়ার সময় লাঠি ও ইটের আঘাতে তিনি আহত হন। তাকে বহনকারী গাড়ির গ্লাসও ভেঙে ফেলা হয়। পরে বিকেল ৫টার দিকে আদালত প্রাঙ্গণ থেকে অ্যাম্বুলেন্সে করে মাহমুদুর রহমান ও তার সহযোগীরা ঢাকার উদ্দেশে রওয়ানা হন।

গাংনীকে ট্রাফিক পুলিশের অভিযান, মামলা দায়ের ও মোটরসাইকেল জব্দ

মেহেরপুর ট্রাফিক পুলিশের ঝটিকা অভিযানে চেকপোস্ট বসিয়ে মোটরসাইকেল আটক ও মালিককে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আজ সোমবার দুপুর থেকে বিকাল পর্যন্ত মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের গাংনী উপজেলা শহরের কাথুলি মোড় ও মালশাদহ নামক স্থানে পৃথক অভিযান চালানো হয়।

মেহেরপুর ট্রাফিক পুলিশের সার্জন মোজাফফর হোসেনের নেতৃত্বে অভিযানে অর্ধশতাধিক মোটরসাইকেলের কাগজপত্র পরীক্ষা করা হয়।

এ সময় হেলমেটবিহীন গাড়ি চালানোসহ মোটরসাইকেলের বৈধ কাগজপত্র না থাকায় ১৪টি মোটরসাইকেল আটক করা হয় এবং ১৪টি মামলা দায়ের করা হয়। এসময় চারটি গাড়ির মালিককে ১৬ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযানে ট্রাফিক পুলিশের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর ট্রাফিক পুলিশের সার্জন মোজাফফর হোসেন বলেন, সড়ক দুর্ঘটনা রোধকল্পে ধারাবাহিক অভিযান চালানো হবে। প্রতিদিনই আমরা অভিযান চালিয়ে এই সমস্ত অবৈধ মোটরসাইকেলসহ যে সমস্ত মোটরসাইকেলে চালক হেলমেট বিহীন এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স বিহীন চলাচল করে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিচ্ছি।

মেহেরপুরে জনদুর্ভোগ সৃষ্টির দায়ে জহুরুল কনস্ট্রাকশনের ট্রাক আটক, মামলা দায়ের

মেহেরপুর শহরে জনদুর্ভোগ সৃষ্টির দায়ে জহুরুল কনস্ট্রাকশন লিমিটেডের একটি বালুবাহী ট্রাক (ঢাকা মেট্রো-ট ২২-৫৭৫২) আটক করে আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

মেহেরপুর সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলাটি করেন মেহেরপুর জেলা ট্রাফিক পুলিশ।

সূত্রমতে, আজ শনিবার (৬ মে) দুপুরেরর দিকে শহরের ভিতর দিয়ে জহুরুল কনস্ট্রাকশন লিমিটেডের একটি বালুবাহি খোলা ট্রাকে করে বালু নিয়ে মেহেরপুর শহরের মূল সড়ক দিয়ে দ্রুত গতিতে যাচ্ছিল। এসময় খোলা ট্রাক থেকে চারদিকে বালু উড়ে পথচারীদের চোখে মুখে প্রবেশ করে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি হচ্ছিল।

এসময় মেহেরপুর সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এস, এম, শরিয়ত উল্লাহ দুপুরে আদালতের কাজ শেষে বাসায় ফিরছিলেন। বিষয়টি তার নজরে এলে তিনি ট্রাকটিকে থামার সংকেত দেন। এরপর টহল ডিউটিতে কর্তব্যরত পুলিশ সদস্যদেরকে উক্ত ট্রাক এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করেন। পুলিশ দ্রুত সেই চালক ও সহযোগীসহ ট্রাকটিকে আটক করে।

এরপর জনদুর্ভোগ সৃষ্টির দায়ে পুলিশ বাদী হয়ে আদালতে মামলা দায়ের করেন এবং দায়ী আসামিকে আদালতে উপস্থাপন করেন। আদালতে অভিযুক্ত চালক দোষ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এছাড়া ভবিষ্যতে এমন কাজ করবে না মর্মে অঙ্গীকার করে ক্ষমা ও জামিন প্রার্থনা করেন।

আদালত আগামীকাল পর্যন্ত আসামিদের জামিন মঞ্জুর করেন এবং পরবর্তী আদেশের জন্য দিন ধার্য করেন।